17 MAY 2017

দৈনিক

দুই কর্মকর্তার কাছে জিম্মি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। কর্মকর্তাদ্বয় হলেন– বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ ও সচিব প্রফেসর আবদুস সালাম। কায়সার আহমেদ ৯ বছর ও আবদুস সালাম ১২ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানে আছেন। ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে কলেজে ফিরে যাওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি ফিরে যাননি। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে এখানেই থেকে যান। প্রফেসর মো. আবদুস সালাম কলেজ পরিদর্শক হিসেবে শিক্ষা বোর্ডে যোগ দিয়ে পরে উপপরিচালক ও এর পর সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ১২ বছর ধরে এ বোর্ডে আছেন। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম হচ্ছে– কারো পদোন্নতি হলে তাকে কলেজে গিয়ে অন্তত দুই বছর কাজ করে আবার বোর্ডে ফিরে আসতে হয়। অথচ এখানে এমটি হয়নি। দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকায় এই দুই কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতাদের মতো বোর্ডে গ্রুপ ও উপগ্রুপ সৃষ্টি করছেন। তাদের যোগসাজশে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক জায়গার অনুমোদন নিয়ে অন্য জায়গায় ক্লাস চালায়। পরীক্ষা দেয় আরেক জায়গায়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ নিজেই কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুরে ময়নামতি পাবলিক স্কুল নামে একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। ওই স্কুলের একজন পার্টনারও তিনি। ময়নামতি পাবলিক স্কুলের জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি নেই। সেজন্য কায়সার আহমেদ কয়েক কিলোমিটার দূরে আকাবপুর স্কুলের নামে তার স্কুলের শিক্ষার্থীদের অবৈধ উপায়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। বছরের পর বছর চলছে এভাবেই। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ছিল মাত্র ৫৯.৩। অথচ সারা দেশে পাসের গড় হার ৮০.৩৫ ভাগ, যা কুমিল্লা বোর্ডের ইতিহাসে নিম্নমানের রেকর্ড।

আমরা আশা করব, দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ যথাযথ তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিক্ষা বোর্ড সাধারণের আস্থার জায়গা। কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বা কোনো কর্মকর্তার অপকর্মে প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হোক, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়।